

الْقُلُوبِ ۝ ۱۳ الشَّح

৭০৩

২০

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا الْإِيتَاءُ وَجْهِهِ
رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالصُّحُفِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۝
وَلَا يَخْرُجُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝ أَلَمْ يَجْعَلْكَ يَتِيمًا فَآوَى ۝ وَوَجَدَكَ ضَالًّا
فَهَدَى ۝ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ۝ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّمَا نُشْكِرُكَ لَكَ صَدْرَكَ ۝ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ ۝
الَّذِينَ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝ فَإِنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

(১৯) এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না। (২০) তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অনুেষণ ব্যতীত। (২১) সে সন্তুষ্টি লাভ করবে।

সূরা আদ-দোহা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ১১।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু —

- (১) শপথ পূর্বাক্ষর, (২) শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, (৩) আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি। (৪) আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। (৫) আপনার পালনকর্তা সন্তুষ্টি আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (৬) তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। (৭) তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। (৮) তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃশ্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। (৯) সুতরাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না; (১০) সওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না (১১) এবং আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।

সূর আল-ইনশিরাহ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ৮।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু —

- (১) আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি? (২) আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা, (৩) যা ছিল আপনার জন্যে অতিশয় দুঃসহ। (৪) আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি। (৫) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৬) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৭) অতএব, যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন। (৮) এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর সাথেই সম্পর্কশীল আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى — অর্থাৎ, যেসব গোলামকে হযরত আবুবকর (রাঃ) প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন, তাদের কোন সাবেক অনুগ্রহও তাঁর উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরূপ করা যেত; বরং — তাঁর লক্ষ্য মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অনুেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না।

মুস্তাদরাক হাকিমে হযরত যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) —এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোন মুসলমানকে কাকের মালিকের হাতে বন্দী দেখলে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন। এ ধরনের মুসলমান সাধারণঃ দুর্বল ও শক্তিহীন হত। একদিন তাঁর পিতা হযরত আবু কোহাফা বললেন : তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্তই করে দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহসী গোলাম দেখে মুক্ত করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে সে শত্রুর হাত থেকে তোমাকে হেফাযত করতে পারে। হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন : কোন মুক্ত করা মুসলমান দ্বারা উপকার লাভ করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই তাদেরকে মুক্ত করি। — (মাযহারী)

وَلَسَوْفَ يَرْضَى — অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই তার ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং পার্থিব উপকার চায়নি, আল্লাহ তাআলাও পরকালে তাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং জান্নাতের মহা নেয়ামত তাকে দান করবেন। এই শেষ বাক্যটি হযরত আবুবকর (রাঃ) —এর জন্যে একটি বিরাট সুসংবাদ। আল্লাহ তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন —এ সংবাদ দুনিয়াতেই তাঁকে শোনানো হয়েছে।

সূরা আদ-দোহা

এই সূরা অবতরণের কারণ সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) —এর একটি অংশুলীতে আঘাত লেগে রক্ত বের হয়ে পড়লে বললেন :

অর্থাৎ, তুমি তো একটি অংশুলীই; যা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তুমি যে কষ্ট পেয়েছ, তা আল্লাহর পথেই পেয়েছ। (কাজেই দুঃখ কিসের।) এ ঘটনার পর কিছু দিন জিবরাঈল ওহী নিয়ে আগমন করলেন না। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মদকে তার আল্লাহ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে সূরা আদ-দোহা অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে বর্ণিত জুনদুব (রাঃ) —এর রেওয়ায়েতে দু'এক রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্যে না উঠার কথা আছে —ওহী বিলম্বিত হওয়ার কথা নেই। তিরমিযীতে তাহাজ্জুদের জন্যে না উঠার উল্লেখ নেই, শুধু ওহী বিলম্বিত হওয়ার উল্লেখ আছে। বলাবাহুল্য, উভয় ঘটনাই সম্ভব হতে পারে বিষয় উভয় রেওয়ায়েতে কোন বিরোধ নেই। বর্ণনাকারী হয়তো এক সময়ে এক ঘটনা এবং অন্য সময়ে অন্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রেওয়ায়েতে আছে যে, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রসূলুল্লাহ (সাঃ) —এর বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালিয়েছিল। ওহী বিলম্বিত হওয়ার